(কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির জন্য উপ-আইনের মডেল)

---------- কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেড

এর

উপ- আইন

---------- কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেড

এর

উপ- আইন

(সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ অনুসারে নিবন্ধনকৃত)

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম:**- এই উপ-আইন ---------- কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেড এর উপ-আইন নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসংগের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই উপ-আইনে ঃ

(ক) "আইন" বলিতে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ ও উহার পরবর্তী সংশোধনীসমূহ বুঝাইবে এবং "বিধিমালা" বলিতে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ ও উহার পরবর্তী সংশোধনীসমূহ বুঝাইবে;

(খ) ''উপ-আইন'' বলিতে এই সমিতির উপ-আইন বুঝাইবে।

(গ) "নিবন্ধক" বলিতে সমবায় অধিদপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তা এবং নিবন্ধকের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(ঘ) "সমিতি" বলিতে পরবর্তীতে এই সমিতিকে বুঝাইবে।

(ঙ) "সদস্য সমিতি" বলিতে এই সমিতির প্রাথমিক সমিতির সদস্যপদ বুঝাইবে।

<u>সমিতির নাম ও ঠিকানা</u>

৩। **সমিতির নাম** - এই সমিতির নাম ঃ---------- কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেড।

৪। **সমিতির ঠিকানা**।- (১) সমিতির নিবন্ধনকৃত অফিস হইবে ঃ

গ্রামঃ ----------ডাকঘর ঃ ----------

উপজেলা ঃ ----------জেলা ঃ.....

(২) সমিতির ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে নিবন্ধককে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং আইন ও বিধি মোতাবেক উপ-আইন সংশোধন করিতে হইবে।

সদস্য নির্বাচনী এলাকা ও কর্ম এলাকা

৫। সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকা

---------- সমিতির কর্ম এলাকার প্রাথমিক সমিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৬। সমিতির কর্ম এলাকা

---------- প্রশাসনিক মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(ক্রমিক নং-৫ ও ৬ সমিতির সাংগঠনিক সভার সিদ্ধান্তক্রমে হইবে)

সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৭। সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।-

উদ্দেশ্য ঃ (১) সমিতির সদস্য সমিতিগুলোর নিবিড় পরিবীক্ষন ও তদারকী করা।

(২) সমিতির সদস্য সমিতিগুলোর নিবন্ধকের অনুমোদন ক্রমে বার্ষিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(৩) নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত নিরীক্ষা দল গঠন করা এবং নিরীক্ষাদলের সকল সদস্যকে নিবন্ধকের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৪) বিধি অনুযায়ী সদস্যসমিতিসমূহ হইতে প্রাপ্ত অডিট সেস্ সমিতির রাজস্ব আয় হিসাবে বিবেচিত হইবে। প্রাপ্ত অডিট সেস্ এর ৮০% অডিট দলের অডিট সম্পাদন হারে অডিট দলের সদস্যদের মধ্যে পাওনা হইবে। তবে সমিতির বেতনভুক্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

(৫) সদস্য সমিতিগুলিকে সমিতি ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, রেকর্ড সংরক্ষণ, হিসাব সংরক্ষণ, প্রকল্প প্রণয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(৬) সদস্য সমিতিগুলো সম্পর্কে সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে। সদস্য সমিতি গুলির মধ্যে কার্যকর/ অকার্যকর সমিতি চিহ্নিত করা, সমিতির লক্ষ্য অর্জনে সার্থক/ ব্যর্থ সমিতি চিহ্নিত করা এবং সমিতিগুলির আইন ও বিধি পালনে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা এবং সমন্বিতভাবে মতামত প্রদান করা।

(৭) পর্যায়ক্রমে সমিতি নিজস্ব জমির উপর স্থায়ী কার্যালয় ও প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবে।

(৮) সমিতি তার আয় হইতে সদস্য সমিতিগুলিতে পরীক্ষা মূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে সদস্য সমিতিকে মূলধন ফেরৎ সাপেক্ষে হস্তান্তর করা।

(৯) সমিতির সদস্য সমিতিগুলির সুষ্ঠ পরিচালনা ও হিসাবাদি সংরক্ষণ বিষয়ক শিক্ষা সেমিনার , কর্ম -শিবির, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সম্মেলন ইত্যাদি আয়োজন ও পরিচালনা করা।বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তি -কৌশল সংগ্রহ ও সরবরাহ করা এবং সদস্য সমিতিগুলির পরিচালনা ও সংরক্ষণ বিষয়ক প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক পুস্তিকা , বুলেটিন, সংবাদ লিপি,ফরম ইত্যাদি প্রকাশ-প্রচার ও সরবরাহ করা। সমিতির অন্তর্ভূক্ত সদস্য সমিতিগুলির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশাসন পরিচালনায় কৌশলাদি নির্ধারন ও দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সাধন করা।

(১০) সম্ভাবনাহীন অথবা দেশের বিদ্যমান আইনসমূহ ভঙ্গকারী সদস্যসমিতি সম্পর্কে নিবন্ধককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবহিত করিবে।

(সমিতির সাংগঠনিক সভায় প্রয়োজনে অতিরিক্ত ২ টি উদ্দেশ্য নির্ধারণ পূর্বক সংযোজিত করা যাইতে পারে।)।

(খ) উপরোলি□খিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের প্রচলিত আইন প্রতিপালনপূর্বক সমিতি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবে।

৮। অর্থনৈতিক কার্যক্রম ঃ

উলি□খিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের নিমিত্ত সমিতি নিম্নবর্ণিত কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবে;

(ক) সমিতি উহার সদস্য সমিতির নিকট হইতে যথাবিহিত ঋণ, শেয়ার বা বিধি মোতাবেক সঞ্চয় আমানত গ্রহণ করিতে পারিবে, বিভিন্ন সময় ও পরিবর্তিত শর্ত, সমিতির নীতি ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকার, ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ ও অনুদান গ্রহণ করিতে পারিবে।

(খ) সমিতি হইতে সদস্য সমিতিকে প্রদেয় ঋণ বা অগ্রিমের বিপরীতে বিভিন্ন স্থায়ী সম্পদের দলিলাদি বা অন্য যে কোন মূল্যবান সম্পদ আমানত হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এইজন্য প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত বা পরিবর্তিত শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

(গ) সমিতির লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত বিধি, সামর্থ্য ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক জমা-জমি, দালান-কোঠা, গোডাউন ইত্যাদি যে কোন প্রকার স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পত্তি ও সম্পদ ক্রয়, লীজ ও প্রতিবদল কার্যাদি সম্পন্ন করিতে পারিবে।

(ঘ) ক্রয় করিয়া বা দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিতে ইজারা লইয়া বা অন্য কোন ভাবে জমির মালিকানা লইয়া সেইখানে সমিতির ভবন নির্মাণ করিতে পারিবে।

(ঙ) সমিতি সরকার, শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থা বা যে কোন ব্যক্তি সংস্থা বা যে কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট হইতে যে কোন প্রকার দ্রবাদি,মাল-পত্রের মজুদ কারবার করণার্থে এজেন্সী / অংশীদারিত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে।

(চ) সম্মিলিত বা ব্যক্তি সদস্যের কৃষি,শিল্প, বাণিজ্য বা অন্য যে কোন উৎপাদিত পণ্য অধিক লাভজনক উদ্দেশ্যে ক্রয় বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(ছ) দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত সমিতির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

৯। **সীলমোহর**।-

ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতি পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ সীলমোহর রাখিবে এবং উহা সম্পাদকের নিকট থাকিবে।

সমিতির সদস্যপদ

১০। সমিতির সদস্যপদের যোগ্যতা ।- (১) সমিতির কর্ম এলাকার মধ্যে সকল প্রাথমিক সমবায় সমিতি এই সমিতির সদস্য হইতে পারিবে।

(২) যে সকল সমিতি সদস্য হইবে তাহাদের প্রত্যেকেই ঃ-

(ক) ..... (.....) টাকা করিয়া ভর্তি ফিস দিতে হইবে;

(খ) .....(.....) টাকার অন্ড়ত ০১(এক)টি শেয়ার ক্রয়সহ শেয়ার মূল্যের সমপরিমাণ টাকা সঞ্চয় আমানত হিসাবে জমা দিতে হইবে;

(গ) সদস্যের তালিকা বহিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়া সদস্য সমিতির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি দস্ড়খত দিতে হইবে;

(ঘ) সমিতির উপ-আইনসমূহ মানিয়া চলিবার লিখিত প্রতিশ্র"তি দিতে হইবে।

(ঙ) নতুন সদস্য ভর্তির ক্ষেত্রে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হইবে। (সমিতির সাংগঠনিক সভায় (ক) ও (খ) নির্ধারিত হইবে)।

১১। সদস্য সমিতির মনোনীত ব্যক্তি।- সদস্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমিতির কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কোন সদস্যপদ মনোনয়নের সিদ্ধান্ত থাকিতে হইবে।

১২। সমিতির সদস্যপদের অবসান।-নিম্নলিখিত কারণে সদস্যপদের অবসান হইবেঃ-

(ক) কোন কারণে সদস্য সমিতির সমস্ড় শেয়ার বাজেয়াপ্ত বা হস্ড়ান্ড়রিত হইলে, বা

(খ) প্রাথমিক সদস্যপদের যোগ্যতা হারাইলে, বা

(গ) সদস্যপদ প্রত্যাহার করিলে, বা

(ঘ) সদস্য সমিতির নিবন্ধন বাতিল হইলে, বা

(ঙ) ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সদস্যপদ রহিত হইলে, বা

(চ) সদস্য সমিতি অবসায়নে ন্যস্ত হইলে সদস্যপদ স্থগিত থাকিবে।

১৩। **সদস্যপদ প্রত্যাহার**।- কোন সদস্য সমিতি যদি সমিতির নিকট ঋণী না থাকেন তাহা হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট ১ মাসের লিখিত নোটিশ দিয়া সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে পদত্যাগীকে সদস্য সমিতির কোন পাওনা ঋণ বা অগ্রিম থাকিলে তাহা সদস্য সমিতির শেয়ার বা আমানত হইতে কর্তন করিয়া রাখা যাইবে। সদস্য সমিতির শেয়ার কোন সদস্য সমিতির নিকট অথবা নতুন কোন সদস্য সমিতি বরাবর হস্তান্তর করা যাইবে। সমিতি কোন শেয়ার ক্রয় করিবে না।

১৪। সদস্য বহিস্কার ও অপসারণ।-

(১) কোন সদস্য সমিতি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার বিবেচনায় যদি ইচ্ছাপূর্বক আইন, বিধিমালা, উপ-আইন বা সমিতির প্রণীত অন্য কোন নিয়ম লংঘন করেন, তাহা হইলে ৭(সাত) দিনের নোটিশ দিয়া উপ-আইনের বিধান অনুযায়ী সদস্য সমিতিকে জরিমানা, পদচ্যুত বা সদস্যপদ রহিত করা যাইবে।

(২) বাতিলকৃত সদস্য সমিতির পাওনা শেয়ার বা আমানত সম্বন্ধে ব্যবস্থাপনা কমিটি যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে। সদস্যপদের যোগ্যতা হারাইলে উক্ত সদস্য সমিতিকে ব্যবস্থাপনা কমিটি পরবর্তী সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্যপদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

১৫। সমিতির সদস্য সমিতির অধিকার ও দায়বদ্ধতা।-

(ক) সদস্যের অধিকার ঃ- সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৬ হইতে ৪১ পর্যন্ত এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ৮৭ হইতে ৯১ পর্যন্ অনুসরণপূর্বক অধিকার প্রয়োগ করিবে।

(খ) সদস্যের দায়ঃ-সমিতির দেনার জন্য সদস্য সমিতিগুলি কর্তৃক ক্রয়কৃত শেয়ারের হার অনুযায়ী পর্যন্ড় দায়ী হইবে।

(গ) প্রতিনিধি মনোনয়ন ঃ ব্যবস্থাপনা কমিটি এই সমিতির জাতীয় সমিতিতে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্য হইতে একজন সদস্যকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনয়ন দিবেন। অত্র সমিতিতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রাথমিক সমিতি কর্তৃক বিধিমোতাবেক সমিতির সিদ্ধান্ড় প্রয়োজন হইবে।

ঘ) সমিতির সদস্য সমিতিকে প্রতিমাসে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পরিমান সঞ্চয় আমানত বাবদ অর্থ সমিতিতে জমা দিতে হবে।

ঙ) প্রত্যেক সদস্য সমিতিকে প্রতি সমবায় বর্ষে কমপক্ষে ০১ (এক) টি শেয়ার খরিদ করিতে হইবে।

চ) পর পর ০৩ (তিন) মাস কোন সদস্য সমিতি সঞ্চয় আমানত জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে বা সমবায় বর্ষের মধ্যে কমপক্ষে ০১ (এক) টি শেয়ার খরিদ করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত সদস্য সমিতির সদস্যপদ সাময়িক ভাবে রহিত করা হইবে।

ছ) সদস্যপদ রহিত প্রত্যাহার করিতে হইলে সকল প্রকার বকেয়াসহ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানার অর্থ সমিতিতে জমা দিতে হইবে।

জ) সকল প্রকার বকেয়াসহ জরিমানার অর্থ সমিতিতে জমা প্রদান করা হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত সদস্য সমিতির সদস্যপদ বহালের বিষয়ে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করিয়া সদস্যকে জানাইয়া দিবে।

১৬। সমিতির নিরীক্ষাদলের গঠন ও যোগ্যতা।- সমিতির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রাখিয়া নিম্নের শর্ত সাপেক্ষে সদস্য সমিতিগুলির নিবন্ধকের অনুমোদনক্রমে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনের জন্য একটি নিরীক্ষা দল গঠন করিবে।

(১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রিধারী আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ দ্বারা নিরীক্ষা দল গঠন করিবে। সদস্য সমিতির কোন ব্যক্তিসদস্য বা সদস্যের পোষ্য নিরীক্ষাদল গঠনে অগ্রধিকার পাইবে।

২। সমিতির সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী আগ্রহী অবসর প্রাপ্ত সমবায় কর্মকর্তা।

৩। নিরীক্ষা দলের সকলকে সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত সমবায় অধিদপ্তরের সহায়তায় অধিদপ্তরের সর্বশেষ নির্দেশাবলী সহ অডিট সম্পাদনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। নিবন্ধক প্রয়োজনবোধে সমিতিকে সহায়তা করার জন্য সমিতিকে প্রাথমিকভাবে অডিট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জনবল দিয়া সহযোগিতা করিতে পারিবে।

১৭। সমিতি ও নিরীক্ষা দলের পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম।-

(১) সমিতি সদস্য সমিতির কার্যক্রম প্রতিমাসে পর্যবেক্ষণ করিবে এবং সদস্য সমিতিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবে।

(২) নিবন্ধক কোন নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নিবন্ধক প্রতিবেদনের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সমিতিকে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবে।

(৩) সমিতির তাঁর সকল সদস্য সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদনের পর সমিতি সমিতির সদস্য নয় এমন সমিতির নিরীক্ষার জন্য সংশি□ষ্ট নিবন্ধকের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

১৮। মূলধন সৃষ্টি, ব্যবহার এবং ঋণ আদায়

মূলধন সৃষ্টির উপায়।- সমবায় আইন, বিধিমালা এবং এই উপ-আইনের বিধান মান্য করিয়া নিম্নলিখিতভাবে সমিতির মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারে ঃ

(ক) শেয়ার বিক্রয়;

(খ) সদস্য সমিতির নিকট হইতে আমানত গ্রহণ;

(গ) জাতীয় সমিতি, কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ বা অনুদান গ্রহণ। সদস্য ব্যতীত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন আমানত বা ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না;

(ঘ) সরকার বা কোন সংস্থা হইতে অনুদান বা ঋণ গ্রহণ;

(ঙ) সম্পত্তি, ব্যবসায়, কারবার বা অন্যান্য আয় হইতে।

১৯। অনুমোদিত শেয়ার মূলধন।-

(ক) সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ..... (.....) টাকা হইবে এবং প্রতি শেয়ারের মূল্য হইবে ..... (.....) টাকা। সদস্য ব্যতীত অন্য কেউ শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবেন না।

(খ) কোন সদস্য সমিতির মোট অনুমোদিত শেয়ার মুলধনের(১/২০) অংশের বেশি শেয়ার খরিদ করিতে পারিবে না।

{(ক) অনুচ্ছেদের অংক সাংগঠনিক সভার অনুমোদন মোতাবেক স্থির হইবে।}

২০। **সদস্য সমিতির ঋণ গ্রহণের সীমা**।-শেয়ার বাবদ প্রদত্ত টাকার ৪০ গুণের অধিক কোন সদস্য সমিতি ঋণ পাইবে না। ঋণ গ্রহণের শর্তাবলী সমিতি কর্তৃক ঋণ নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক নীতিমালা মোতাবেক লেনদেন হইবে। সদস্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা কোন সমবায় সমিতিকে ঋণ দেওয়া যাইবে না।

২১। **সাধারণ সভা**।- প্রতি বৎসর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল সদস্য সমিতি সমন্বয়ে বিধি মোতাবেক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান যথারীতি হইবে। বিশেষ কারণে সমিতি বিধি মোতাবেক বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।

২২। **সাধারণ সভা অনুষ্ঠান** ।- সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ধারা ১৬ হইতে ১৭ পর্যন্ত এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ১৩ হইতে ২১ পর্যন্ত অনুসরণপূর্বক সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভা বা তলবী সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

২৩। **ক) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি** ঃ (১) সমিতির পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা ও উপ-আইন মোতাবেক ..... সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর ন্যস্ড় থাকিবে এবং সাধারণ সভায় সম্পাদনযোগ্য কার্য ব্যতীত সমিতির সকল কার্য উক্ত কমিটি সম্পাদন করিবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ৩(তিন) বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। তিন বৎসর পূর্তির পূর্বে কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে।..... সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্যগণ নিম্নলিখিত পদধারী হইবেনঃ-

(১) সভাপতি -১ জন। (৪) কোষাধ্যক্ষ -১ জন।

(২) সহ-সভাপতি -১ জন। (৫) সদস্য..... জন।

(৩) সম্পাদক-১ জন।

(সমিতির সাংগঠনিক সভায় ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট সদস্য ও পদসমূহ নির্ধারিত হইবে।)

(২) নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করা না হইলে মেয়াদ পূর্তির সাথে সাথেই উক্ত কমিটি বিলুপ্ত হইবে এবং নিবন্ধক সমিতির সদস্য বা সরকারি কর্মকর্তাদের বা উভয়ের সমন্বয়ে সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর উলে□খিত নির্ধারিত সময়ের জন্য ১টি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ করিবেন।

(৩) নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য কোন সদস্যকে কো-অপ্ট করিয়া শূন্যপদ পূরণ করিবেন।

২৪। **ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন পদ্ধতি**।- সমবায় আইনের ধারা ১৮(২) এবং বিধি ২২-৩৬ এর বিধান সাপেক্ষে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সাধারণ সভায় নির্বাচিত হইবেন।

২৫। **ব্যবস্থাপনা কমিটির ভাতা**।- উপ-আইন যাহাই থাকুক না কেন সমিতিতে ধার্যকৃত নিরীক্ষা ফি এবং সমবায় আইনের ৩৪ ধারা অনুযায়ী ধার্যকৃত সমবায় উন্নয়ন তহবিল বকেয়া থাকিলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণকে কোন ভাতা দেওয়া যাইবে না।

২৬। **ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতা**।- ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরূপ কার্যাদি সম্পন্ন করিতে পারিবেঃ-

(১) নতুন সদস্য ভর্তি,

(২) সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে আইন ও উপ-আইনের বিধান মতে বর্তমান কোন সদস্য সমিতিকে অপসারণ, বহিস্কার বা সদস্যপদ স্থগিত অথবা জরিমানা করা।

(৩) তহবিল উন্নীতকরণ,

(৪) তহবিল বিনিয়োগ,

(৫) সমিতির স্বার্থে মামলা দায়ের, পরিচালনা ও আপোস করা,

(৬) শেয়ার আবেদনপত্র নিষ্পত্তি করা,

(৭) ঋণের আবেদন নিষ্পত্তি এবং তাহার বিপরীতে জামানত নির্ধারণ করা,

(৮) বিশেষ ধরণের কাজের জন্য উপ কমিটি গঠন করা।

(৯) হিসাবসংরক্ষণ ও হিসাব বিবরণী প্রস্তুতকরণ।

২৭। **সভাপতি ও সহ সভাপতির ক্ষমতা ও কর্তব্য**।- আইন ও বিধি অনুযায়ী সমিতির সভাপতি এবং কোন জর"রী অবস্থার প্রেক্ষিতে সভাপতির অনুপস্থিতিতে সমিতির সহ-সভাপতি সমিতির স্বার্থে ঋণ বরাদ্দ ব্যতীত সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন ।

২৮। **সম্পাদকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব**।- (ক) সমিতির কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহ্বান এবং আলোচ্যসূচি মোতাবেক সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ২৪(চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে সদস্যগণকে সভার কার্যক্রম অবহিতকরণ;

(খ) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কোন সদস্যের নিকট সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

(গ) সমিতির দৈনন্দিন অন্যান্য কার্যাদি ।

২৯। **কোষাধ্যক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব** ।- সমিতির সকল আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

৩০। **ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যপদের বিলুপ্তি ও অফিসার অপসারণ।-** ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যের সদস্যপদ বিলুপ্ত হইবে, যদি-

(ক) উক্ত সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসমূহ বহাল না রাখেন;

(খ) পদত্যাগ করেন;

(গ) মৃত্যুবরণ করেন;

(ঘ) বিধি বহির্ভুতভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

৩১। **ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা।-** সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য প্রতি দুই মাসে কমপক্ষে একবার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান করিবে। সভা অনুষ্ঠানের ৭ দিন পূর্বে আলোচ্যসূচিসহ নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে এবং সভা সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে। কমিটির অর্ধেক সদস্য উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম হইবে। কোন মাসে আলোচ্যসূচি না থাকিলে তা লিখিতভাবে সকল সদস্যকে জানাইতে হইবে।

৩২। **সমিতির বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি।**-সমিতির কোন বিরোধ/বিবাদ দেখা গেলে এবং সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উহা মীমাংসা/নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে সংক্ষুব্ধ সদস্য সমিতি উহা নিষ্পত্তির জন্য নিবন্ধক বরাবর উপযুক্ত কোর্ট ফি সংযুক্ত করিয়া ডিসপুট দায়ের করিতে পারিবেন। বিরোধ নিষ্পত্তিতে সমবায় সমিতি আইনের ধারা ৫০ হইতে ৫২ এবং সমবায় বিধিমালা ১১১ হইতে ১২২ পর্যন্ত অনুসরণ করিতে হইবে।

৩৩। **সম্পত্তি বিক্রয়, বিনিময়ের উপর বিধিনিষেধ।**-সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে নিবন্ধকের অনুমতি ব্যতীত ইহার স্থাবর সম্পত্তি এবং যন্ত্রপাতি বা যানবাহনের ন্যায় সম্পত্তি যাহা সমিতির মূলধনের অংশ তাহা বিক্রয়, বিনিময় বা ৫ (পাঁচ) বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য ইজারা প্রদানের মাধ্যমে হস্ড়ান্ড়র করিতে পারিবে না।

৩৪। **সমিতি অবসায়ন।-** সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ধারা ৫৩ হইতে ৫৮ পর্যন্ত এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ১১১-১২২ পর্যন্ত অনুসরণপূর্বক সমিতিকে বা সমিতির সদস্য সমিতিকে অবসায়নে ন্যস্ত করা যাইবে।

৩৫। **সাধারণ।-**

(ক) যে সকল বিষয় সম্পর্কে এই উপ-আইনগুলিতে কোন নির্দেশ বা বিধান নাই তাহা বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধির নির্দেশ অনুসারে স্থিরীকৃত হইবে এবং যদি আইন ও বিধিতে তাহাদের কোন বিধান না থাকে, তাহা হইলে এই উপ-আইনগুলি অমান্য না করিয়া নিবন্ধকের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটি যেরূপ বিবেচনা করিবেন সেইরূপ বিধান দিবেন;

(খ) এই উপ-আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই উপ-আইনের কোন অনুচ্ছেদ বা উপ-অনুচ্ছেদ সর্বশেষ সংশোধনীসহ বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর কোন ধারা কিংবা বিদ্যমান সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর কোন বিধির সাথে অসংগতিপূর্ণ কিংবা সাংঘর্ষিক প্রমাণিত হইলে তাহা তাৎক্ষণিক বাতিল ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ সমস্ত বিষয়াবলী বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধি অনুযায়ী নিষ্পন্ন হইবে।

সমিতি নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারীরগণের স্বাক্ষর			
ক্রমিক নং	নাম	প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য সমিতির নাম ও ঠিকানা	স্বাক্ষর

কেন্দ্রীয় সেবা সমবায় সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে উপস্থাপিত কাগজপত্রের তালিকা ও করণীয় (চেক লিস্ট)।

১। আবেদনপত্র।
২। নিবন্ধন ফি এর ট্রেজারি চালানের মূল কপি।
৩। সকল কাগজপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।
৪। সমিতির সংগঠকের নাম ও ঠিকানা।
৫। উপ-আইনে স্বাক্ষরকারীদের জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি অথবা ইউপি চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদের কপি।
৬। উপ-আইনে স্বাক্ষরকারী সদস্য সমিতির প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তির ১ প্রস্থ সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও সদস্যদের মোবাইল/ফোন নম্বর।
৭। বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সরকারের নির্দেশনা পালনের অঙ্গীকারনামা (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক)।
৮। সাংগঠনিক সভার শুর" থেকে আবেদনের তারিখ পর্যন্ত জমা খরচ হিসাব।
৯। আগামী ০২(দুই) বছরের বাজেট।
১০। সমবায় সমিতি নিবন্ধন নীতিমালা/০৮ মোতাবেক একই এলাকায় এই নামে অন্য কোন সমবায় সমিতি নাই বা অন্য কোন সমিতির সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাত হবে না মর্মে প্রত্যয়ন পত্র থাকিতে হইবে। সমিতি কোন প্রতিষ্ঠানের অংগপ্রতিষ্ঠান বা সমিতির কোন অংগপ্রতিষ্ঠান থাকিতে পারিবে না।
১১। প্রস্তাবিত উপ-আইনের ০৩ (তিন) কপি।
১২। সাংগঠনিক সভার কার্যবিবরণী।
১৩। জমা-খরচ বিবরণীর সাথে শেয়ার ও সঞ্চয় খাতের তালিকা এবং হস্তে মজুদ সংরক্ষণ বিষয়ে প্রত্যয়ন থাকিতে হইবে।
১৪। সমিতি নিবন্ধনের পর ২ মাসের মধ্যে জাতীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এর কোন শাখায় অথবা যে কোন তফসিলি ব্যাংকে সমিতির নামীয় হিসাব খোলার অঙ্গীকার থাকিতে হইবে।
১৫। সাংগঠনিক পর্যায়ের জমাখরচ বহি, সদস্য রেজিস্টার, শেয়ার ও সঞ্চয় রেজিস্টারের ফটোকপিসংযোজন করিতে হইবে।
১৬। সংশি□ষ্ট নিবন্ধক প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজপত্র চাহিতে পারিবেন।
১৭। কাগজপত্র যথাসম্ভব একই মাপের প্রস্তুত করিতে হইবে। কাটাকাটি, ঘষামাজা এবং ফ্লুইড ব্যবহার বর্জনীয়।